ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 092 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৯২ ● কলকাতা ● ২১ চৈত্র, ১৪৩২ ● রবিবার ● ০৫ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

সন্ত্রাস, নীরবতা ও গণতন্ত্রের প্রশ্নে ফুঁসছে বাসন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা:

ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে, ঘটনাটি আর শুধুমাত্র একটি পরিবারের নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই—বরং তা গোটা এলাকার গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর উপর এক গভীর প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিচ্ছে। বাসন্তী বিধানসভা-র ১৮ নম্বর বুথ এলাকা আজ আতঙ্কের সমার্থক হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, "যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খোলে, তাদেরকেই টার্গেট করা হচ্ছে।" সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ক্ষেত্রে সেই অভিযোগ যেন আরও প্রকট। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা এবং স্থানীয় অসঙ্গতির বিরুদ্ধে কলম ধরার 'অপরাধেই' কি তিনি ও তাঁর পরিবার আজ চরম হুমকির মুখে—এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে এলাকাজুড়ে।

অভিযোগ উঠেছে, থানায় একাধিক মামলা দায়ের থাকা সত্ত্বেও তদন্তের গতি অত্যন্ত শ্লথ। জীবনতলা থানা-র ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। কেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি বা দৃশ্যমান কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না—তা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র প্রাণনাশের হুমকিই নয়—প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টাও চলছে লাগাতার। গুরুত্বপূর্ণ নথি কেড়ে নেওয়ার হুমকি, জোর করে জমি দখলের পরিকল্পনা—সব মিলিয়ে পরিস্থিতি দিন দিন আরও জটিল হয়ে উঠছে। এমনকি অভিযোগ, ভোটের দিন যাতে তাঁরা বুথে পৌঁছতে না পারেন, সেই লক্ষ্যেই পরিকল্পিতভাবে এই সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে।

রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, এই ধরনের ঘটনা যদি অব্যাহত থাকে, তবে তা সরাসরি ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলবে। কারণ, ভয় দেখিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা দেওয়া গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

এদিকে, ভারতের নির্বাচন কমিশন-এর দ্বারস্থ হয়ে পুনরায় লিখিত আবেদন জানিয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় সরদার। তাঁর মূল দাবি—

কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎক্ষণাৎ মোতায়েন

পরিবারের জন্য স্থায়ী নিরাপত্তা

পূর্বের সমস্ত অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত

অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার

এলাকার বিশিষ্টজনদের বক্তব্য, "যদি এত অভিযোগ, এত প্রমাণ থাকার পরেও প্রশাসন নীরব থাকে, তবে সাধারণ মানুষের আস্থা কোথায় থাকবে?"

বর্তমানে গোটা বিষয়টি ঘিরে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে এলাকায়। রাত নামলেই বাড়ছে আতঙ্ক, আর দিন গড়াচ্ছে অনিশ্চয়তার মধ্যে। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ। কিন্তু যেখানে একজন সম্পাদক ও তাঁর পরিবারকেই প্রতিনিয়ত প্রাণভয়ে দিন কাটাতে হয়, সেখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে—সেই গণতন্ত্র কতটা নিরাপদ?

প্রশাসনের সক্রিয় হস্তক্ষেপ এখন সময়ের দাবি। নইলে এই নীরবতা ভবিষ্যতে আরও বড় বিপদের ইঙ্গিত বহন করতে পারে।

পর্ব 251

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যার নত হওয়া এসে গেছে, সে নিজেই পেয়ে যাবে।

বাস্তবে, 'নত হওয়া' মানে এক আত্মার অন্য এক আত্মার সামনে নিজের গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রদর্শন করা। কারণ ধ্যান আত্মজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত হতে পারে, আর (নত হওয়া) কেবল শারীরিক স্তরে হওয়া উচিত নয়।

ক্রমশঃ

৪৬৬০টি অতিরিক্ত বুথ তৈরি হচ্ছে রাজ্য জুড়ে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ছে। আরও ৪৬৬০টি অতিরিক্ত বুথ তৈরি করার অনুমতি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা আসনে মোট বুথের সংখ্যা ৮০৬৮১। অতিরিক্ত বুথগুলি তৈরি হয়ে গেলে সেই সংখ্যা বেড়ে হবে ৮৫৩৭৯। এ ছাড়াও কিছু বুথের স্থান পরিবর্তন হবে বলে জানা গিয়েছে।আগামী ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল দুই দফায় পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। ভোটের ফল জানা যাবে ৪ মে। কমিশন জানিয়েছে, রাজ্যে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে তারা বদ্ধপরিকর। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল শনিবার থেকেই জেলা সফর শুরু করছেন। ভোটের প্রস্তুতি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে তিনি জেলায় জেলায় ঘুরবেন। ভোটের নিয়ম এ বার আগের চেয়ে কঠোর। কোনও কেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না। থাকবে সিসি ক্যামেরার নজরদারি এবং ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্থা।কমিশন সূত্রে খবর, যে সমস্ত বুথে ভোটারের সংখ্যা ১২০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে, সেখানে অতিরিক্ত সহায়ক বুথ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। তেমনই ৪৬৬০টি নতুন বুথ তৈরির অনুমতি দিয়েছে কমিশন। এ ছাড়া, ভোটারদের সুবিধার্থে ৩২১টি বুথ অন্যত্র সরানো হচ্ছে।

ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করার অনুমতি দিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতরে শুক্রবারই চিঠি দিয়েছে দিল্লির নির্বাচন সদন। বলা হয়েছে, নতুন বুথ তৈরির ক্ষেত্রে কমিশনের যে সমস্ত নিয়মকানুন রয়েছে, তা কঠোর ভাবে মানতে হবে। ২০২০ সালের নিয়মাবলি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, যেখানে যেখানে ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা পরিবর্তন হচ্ছে, এক জায়গা থেকে বুথ অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেখানে সংশ্লিষ্ট বুথের প্রত্যেক ভোটারকে এই পরিবর্তনের কথা ব্যক্তিগত ভাবে জানাতে হবে কমিশনের আধিকারিকদের। এক জনের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা করা যাবে না। কমিশন জানিয়েছে, অতিরিক্ত বুথ তৈরির কথা এবং বুথের ঠিকানা পরিবর্তন করার কথা সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভাল ভাবে প্রচার করতে হবে। কেউ জানেন না, এমন যেন না হয়। তা ছাড়া, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে লিখিত ভাবে বুথ সংক্রান্ত নতুন তথ্য জানিয়ে দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদেরও বিষয়টি সম্বন্ধে অবগত করতে হবে সিইও দফতরকে।

বিক্ষোভের আঁচ পেয়ে সাতদিন আগেই জেলাশাসককে চিঠি দিয়েছিলেন জুডিশিয়াল আধিকারিকরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মালদহের কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসে ঘেরাওয়ের ঘটনার কয়েক দিন আগেই নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কার কথা জানিয়েছিলেন ভোটার তালিকা সংশোধনের দায়িত্বে থাকা জুডিশিয়াল অফিসাররা ! সেই সতর্কবার্তা কার্যত উপেক্ষিত হওয়াতেই বড়সড় অশান্তির মুখে পড়তে হয়েছে প্রশাসনকে। ঘেরাওয়ের

ঘটনায় উদ্ধার অভিযানে দেরি হওয়ার বিষয়টিও স্বীকার করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই একাধিক

এরপর ৩ পাতায়

মোথাবাড়ির আসল 'মাথা' কে ? পিছন থেকে কারা কলকাঠি নেড়েছে ?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মোথাবাড়িকাণ্ড নিয়ে চড়ছে রাজনৈতিক তরজার পারদ। শাসক দল তৃণমূল হোক বা বিরোধী, একে অপরের ঘাড়ে দায় চাপাতে ব্যস্ত। এই প্রেক্ষাপটে অমিত শাহ থেকে শুরু করে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে একযোগে আক্রমণ শানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাল্টা জবাব দিয়েছে বিজেপিও। এবারের ভোটের সব নজর মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্রে। নন্দীগ্রামের পাশাপাশি এবার ভবানীপুরেও বিজেপি প্রার্থী হিসাবে লড়ছেন অমিত শাহ বলেন, "বাংলার নির্বাচনের জন্য আমি ১৫ দিন বাংলাতেই থাকতে চলেছি।" পাল্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "সবাইকে ভয় দেখানোর জন্য বলছে আমি ২৫ দিন বাংলায় থাকব। আমি বলছি, তুমি ২৫ দিন কেন, তুমি ৩৬৫ দিন থাক। তাতেও কিছু যায় আসে না। তোমার মুখের মধ্যে অত্যাচারের চিহ্ন, স্বৈরাচারের চিহ্ন, দাঙ্গার চিহ্ন। এটা মাথায় রেখ।" আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ। সব মিলিয়ে সপ্তমে ভোটমুখী রাজ্যের পারদ। মোথাবাড়ির আসল 'মাথা' কে ? পিছন থেকে কারা কলকাঠি নেড়েছে ? ভোটের স্বার্থেই কি এমনটা করা হয়েছে ? কে সেই ষড়যন্ত্রী ? ধর্মীয় মেরুকরণের উদ্দেশ্যেই কি মোথাবাড়িকাণ্ড ঘটানো হয়েছে ? ভোটের মুখে এতে কার লাভ হল ? তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, "মালদায় যে ঘটনা

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

বিক্ষোভের আঁচ পেয়ে সাতদিন আগেই জেলাশাসককে চিঠি দিয়েছিলেন জুডিশিয়াল আধিকারিকরা

মামলা দায়ের হয়েছে এবং বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

সব মিলিয়ে, এই ঘটনা স্পষ্ট করে দিচ্ছে - নির্বাচনের আগে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সতর্কবার্তা থাকা সত্ত্বেও ব্যবস্থা নিতে দেরি হলে তার ফল কতটা গুরুতর হতে পারে, মালদহের ঘটনাই তার বড় উদাহরণ।

সূত্র মারফৎ জানা গেছে, গত ২৩ মার্চ জেলাশাসকের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে চারজন আধিকারিক স্পষ্ট করে লিখেছিলেন, অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে পরিস্থিতি 'ক্রমশ সংবেদনশীল' হয়ে উঠছে। বিশেষত যাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাঁদের একাংশের তরফে বিক্ষোভের আশঙ্কাও প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা। সেই সঙ্গে কাজের জায়গা মালদহ শহরে সরানোর আবেদনও জানান। যদিও এই চিঠি জেলাশাসকের কাছে পৌঁছয়নি বলে সূত্রের খবর। কিন্তু ১ এপ্রিল রাতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শতাধিক বিক্ষোভকারী কালিয়াচক-২ বিডিও অফিসের দু'টি গেট ঘিরে ফেলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভিতরে আটকে থাকেন বিচার বিভাগীয় আধিকারিক ও কর্মীরা। পরে গভীর রাতে পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে। একই সঙ্গে এনএইচ-১২-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাও অবরোধ করা হয়।

এই ঘটনার পর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যের প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সংস্থাকে। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন এই ঘটনার তদন্তভার এনআইএ-র হাতে তুলে দেয়।

ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে বড় সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। মালদহ শহরের অন্তত তিনটি হোটেলকে অস্থায়ী অফিস ও আবাসনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখন সেখান থেকেই বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরা তাঁদের কাজ চালাচ্ছেন। সূত্রের খবর, কালিয়াচক-সহ একাধিক স্পর্শকাতর এলাকা থেকে আধিকারিকদের সরিয়ে আনা হয়েছে। হোটেলগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় চলছে কাজ। প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রতিদিন ব্লক অফিস থেকে এনে সেখানে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে এবং কাজ শেষে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। এক আধিকারিক জানান, নিরাপত্তার অভাবের পাশাপাশি পরিকাঠামোগত সমস্যার কথাও আগেই তুলে ধরা হয়েছিল। পর্যাপ্ত কাজের জায়গা না থাকা, পরিষ্কার শৌচালয়ের অভাব - বিশেষ করে মহিলা আধিকারিকদের জন্য, এই সব বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছিল চিঠিতে। পাশাপাশি, অনেক আধিকারিককে প্রতিদিন প্রায় ৫০ কিলোমিটারের বেশি পথ যাতায়াত করতে হচ্ছিল, যা সময়সাপেক্ষ এবং নিরাপত্তার দিক থেকেও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

কমিশনের নির্দেশে মুর্শিদাবাদের তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করল পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে মুর্শিদাবাদের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কমিশন জানিয়েছে, ধৃতের নাম রাজু মণ্ডল।ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরে রাজ্যে পুলিশ এবং প্রশাসনে রদবদল করেছিল কমিশন। মালদহ কাণ্ডে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে রাজ্যের পুলিশ এবং প্রশাসনের সঙ্গে বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসে কমিশন। সেখানে শীর্ষকর্তাদের কড়া বার্তা দেওয়া হয়। মালদহ কাণ্ডের তদন্তভার দেওয়া হয় এনআইএ-কে। এর পরে শুক্রবারও রাজ্যে অবাধ, স্বচ্ছ এবং

নিরপেক্ষ নির্বাচন করাতে পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। কমিশনের নির্দেশেই মুর্শিদাবাদের এক তৃণমূল নেতাকে এ বার গ্রেফতার করল পুলিশ। তিনি মুর্শিদাবাদের তৃণমূল নেতা। তাঁর বিরুদ্ধে ভোটারদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এর পরেই কমিশন পুলিশকে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেয়। শুক্রবার রাতে কমিশনের তরফে জানানো হয়, ভোটারদের ভয় দেখানোর ঘটনায় অভিযুক্ত রাজুকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

রাজুর বিরুদ্ধে অভিযোগ, দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারে বেরিয়ে ভোটারদের তিনি হুমকি দেন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি প্রচারে বেরিয়ে বলেন, ''পদ্মফুলে ভোট দেওয়া যাবে না। যদি ভোট গন্ডগোল হয়েছে... ভোট দিতে যাওয়ার দরকার নেই। বাড়িতে আমি ছানাবড়া, রসগোল্লা পাঠিয়ে দেব। আর না হলে তৃণমূলকে ভোট দিতে হবে। এ বছর যেন ভোট নষ্ট না হয়!''

শুভেন্দুর মনোনয়নে বিশৃঙ্খলা, ৩৮ জনকে তলব লালবাজারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভবানীপুরের বৃহস্পতিবার বিজেপি প্রার্থী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন পেশ ঘিরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড় হাজরায়। এই ঘটনায় এবার নির্বাচন কমিশনের অভিযোগের ভিত্তিতে FIR দায়ের করেছিল পুলিশ। বৃহস্পতিবার ওই এলাকায় দায়িত্বে থাকা কলকাতা পুলিশের ২জন DC-কে শোকজ করেছিল লালবাজার।

যেখানে নাম রয়েছে, কলকাতা পুরসভার ৩৬ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সচিন সিং, ৩২ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শান্তিরঞ্জন কুণ্ডু সহ ৬ জনের। দুজনকেই নোটিস পাঠিয়েছে লালবাজার। ৩ দিনের মধ্যে হেয়ার স্ট্রিট থানায় হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দুই তৃণমূল কাউন্সিলরকে। গোটা ঘটনায় রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে।আর এবার শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়নে বিশৃঙ্খলা, ৩৮ জনকে তলব লালবাজারের। আলিপুর ও কালীঘাট থানায় করা FIR-এর ভিত্তিতে তলব লালবাজারের। ঘটনার CCTV ও ভিডিও ফুটেজ দেখে তলব ৩৮ জনকে।

কী হয়েছিল সেদিন?

যখন অমিত শাহের রোড শো চলে সেই সময় হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের মুখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। সার্ভে বিল্ডিংয়ের কাছেও বিবাদে জড়ান তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তারস্বরে মাইক বাজানো হয়। নির্বাচন কমিশনের দাবি, ওই এলাকায় শুধুমাত্র বিজেপির মিছিলের অনুমতি ছিল। বিনা অনুমতিতে সেখানে জড়ো হন

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

ভোটের মুখে ৫০ কোটির মাদক বাজেয়াপ্ত কলকাতায়

স্বামী আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের পান্ডা। কোটি কোটি টাকার মাদক পাচার করতে গিয়ে ফিলিপিন্সে ধরা পড়েছেন। স্বামীর অবর্তমানে কলকাতায় বসেই চক্র চালাচ্ছিলেন স্ত্রী। আর সেই মাদক পাচার চক্র চালাতে গিয়েই নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরোর (NCB) হাতে ধরা পড়লেন মহিলা। একবালপুর এলাকা থেকে ওই মহিলা-সহ ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।NCB-র আইনজীবী সুরেশ প্রসাদ সিং বলেন, "আন্তর্জাতিক ব্যাকেট জড়িত। সম্ভবত এত টাকার নিষিদ্ধ মাদক এর আগে ধরা পড়েনি কলকাতায়।" এদিন এমনও মাদক উদ্ধার হয়েছে, যা আমেরিকা থেকে নিয়ে আসে মাদক পাচারকারীরা। ভোটের বাংলায় এত মাদক কোথায় কোথায় নিয়ে যাওয়া হত, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কলকাতায় মাদক পাচার চক্রের রমরমা বাড়ছে কি না, প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও।৫০ কোটি টাকার মাদক উদ্ধার করল NCB। ভোটের বাংলায় কলকাতা থেকে এই বিপুল মাদক উদ্ধারের ঘটনায় হইচই পড়েছে।

NCB জানিয়েছে, ধৃত মহিলার নাম শায়েস্তা খান। ধৃত অপর জনের নাম জি রাসেল ডিক্রুজ। NCB সূত্রে খবর, একবালপুর থানা এলাকার তিনটে পৃথক ঠিকানায় তল্লাশি চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার হয়। এছাড়া নগদ প্রায় চার লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা এবং কয়েক লক্ষ টাকার গয়না উদ্ধার করেন NCB আধিকারিকরা। ধৃত ২ জনকে এদিন আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। শায়েস্তা খানকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। আর রাসেল ডিক্রুজকে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

শায়েস্তা খান আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের পান্ডা শেখ মুনিরের স্ত্রী। NCB সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই শেখ মুনিরের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন গোয়েন্দারা। চলতি বছর জানুয়ারিতে কলকাতা থেকে বিদেশে পাড়ি দেন মুনির। ফেব্রুয়ারিতে মুনির এবং তাঁর এক সঙ্গী কয়েকশো কোটি টাকার মাদক (কোকেন) নিয়ে আসার সময় ফিলিপিন্সে গোয়েন্দাদের হাতে গ্রেফতার হন। তদন্তকারীদের বক্তব্য, মুনিরের অবর্তমানে তাঁর স্ত্রী শায়েস্তা একবালপুরে বসে মাদক নেটওয়ার্ক চালাচ্ছিলেন। সম্প্রতি বিপুল মাদকের কনসাইনমেন্ট আসে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি চালান NCB আধিকারিকরা। আন্তর্জাতিক এই মাদক পাচার চক্রের আরও অনেক সদস্য বিভিন্ন জায়গাতে সক্রিয় আছে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সাতাশতম পর্ব)

করেছি, কিন্তু আজও তা মেলেনি।মূলত 'বনবিবি-র জহুরনামা' পুঁথির কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে যাত্রাপালা, পালাগান, পুঁথিপাঠ, নাট্যগীতি যা বনবিবি সংস্কৃতি নামে পরিচিত। শশাঙ্কশেখর দাস তাঁর 'বনবিবি' নামক গ্রন্থে জানাচ্ছেন – অবিভক্ত বাংলায় খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার ভোমরা গ্রামের বাসিন্দা স্বর্গীয় বসিরউদ্দিন গাইন ভুরকুন্ডা দ্বীপের নীলআটি গ্রামে 'বনবিবিযাত্রা' প্রথম সূচনা করেন। তবে সুন্দরবনের ইতিহাস প্রায় চারশো বছর আগের কথা। সুন্দরবনের মধ্যে ছিল এক

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

শুভেন্দুর মনোনয়নে বিশৃঙ্খলা, ৩৮ জনকে তলব লালবাজারের

তৃণমূল কর্মীরা। পুলিশের বাধা সত্ত্বেও সার্ভে বিল্ডিংয়ের বাইরে তৃণমূলের তরফে মাইক বাজানো হয়। এই ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে কালীঘাট থানায় ১টি ও আলিপুর থানায় দুটি FIR দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে ১টি নির্বাচন কমিশনের অভিযোগের ভিত্তিতে ও ২ দুটি পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত মামলা।

এদিকে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের বাইরে বিক্ষোভের ঘটনায় FIR দায়েরের পর এবার ২ তৃণমূল কাউন্সিলরকে নোটিস পাঠাল কলকাতা পুলিশ! নিয়ম ভেঙে ফর্ম-6 জমা দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে মঙ্গলবার থেকে দফায় দফায় বিক্ষোভ-অশান্তি হয় CEO দফতরের বাইরে। গন্ডগোলের জেরে মঙ্গলবার রাতেই ওই এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি করে দেয় পুলিশ। তখনও CEO দফতরের বাইরে তৃণমূলপন্থী সংগঠনের অবস্থান চলছিল। তাঁদের সরাতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসা বেধে যায়।

এরপর নজিরবিহীনভাবে CEO দফতরের তরফে এক্স হ্যান্ডলে বিক্ষোভের ভিডিও পোস্ট করে লেখা হয়, বেলেঘাটার কাউন্সিলর কিছু দুষ্কৃতীকে নিয়ে মধ্যরাতে CEO অফিস ঘেরাও করে এবং স্লোগান দেয়। এরকম সমাজবিরোধী কাজ বরদাস্ত করা হবে না এবং আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু পাল্টা হুঁশিয়ারি দেন তৃণমূল কাউন্সিলর সচিন সিংহ। এরপর বৃহস্পতিবার বিক্ষোভের ঘটনায় জামিন অযোগ্য ধারায় FIR করা হয়।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

হরপ্পা সভ্যতার কোনো কোনো সীলেও প্রায় একই রকম উপাসনার ভঙ্গি দেখা যায়।

সংক্ষেপেঃ পোড়া মাটির নারী মূর্তিগুলি থেকে প্রমাণ হয়, সিন্ধু-যুগের ধর্ম বিশ্বাস ছিল দেবীপ্রধান বা মাতৃপ্রধান।" (দেবীপ্রসাদ ভারতীয় দর্শন ৬৬)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(২ পাতার পর)

মোথাবাড়ির আসল 'মাথা' কে ? পিছন থেকে কারা কলকাঠি নেড়েছে ?

করা হয়েছিল, বিচারকদের অ্যাটাক করা হয়েছিল, যে করেছে তাঁকে হাতেনাতে কে ধরেছে জানেন ? আমাদের CID। মুম্বই থেকে বিজেপি ধার করে ওই MIM-কে নিয়ে এসেছে। ISF-ও ওদের সঙ্গে। কংগ্রেসেরও উস্কানি আছে। আর বিজেপিরও উস্কানি আছে।"

যদিও নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, "অবিলম্বে সাবিনা ইয়াসমিন সহ চক্রান্তকারীদের গ্রেফতার করা হোক। NIA অথবা CBI তারা যে চার্জ নিয়েছে, কোনও দেরি না করে তথ্য যেহেতু নষ্ট হবে, কালকে গাড়ির কাচ ভেঙেছে। আগুন লাগিয়েছে।"

২৩ ও ২৯ এপ্রিল, পশ্চিমবঙ্গে ২ দফায় হতে চলেছে বিধানসভা ভোট। গতবারের মতো এবারও রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের অন্যতম অস্ত্র 'খেলা হবে' স্লোগান। আর সেই স্লোগানকে হাতিয়ার করে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে একসঙ্গে আক্রমণ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফের নিশানা করেছেন অমিত শাহকেও। তৃণমূল নেত্রী বলেছেন, "৫টা রাজ্যে ভোট হচ্ছে, তাই তো ? অসম, তামিলনাড়ু, কেরল, বাংলা- ৫০৬ জন অফিসারকে ট্রান্সফার করেছে। তার মধ্যে শুধু বাংলায় ৪৮৩ জনকে ট্রান্সফার করেছে। বুঝতে পারছেন খেলাটা। এর চক্রান্তের খেলা, বুঝে নেব। খেলা হবে, দুরন্ত খেলা।" পাল্টা বিজেপি মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, "৫ রাজ্যে যে ভোট হচ্ছে সেখানে কোথাও SDO অফিস পুড়েছে নাকি ! কোথাও এরকম জাতীয় সড়কের ওপর প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দিয়ে জজ সাহেবদের আটকে রাখা হয়েছে....এখানে অনুপ্রেরণাদাত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁরা এইসব গোলমাল করেছেন যার জন্য এইসব ঘটনা ঘটছে।"

বৃহস্পতিবার রাজ্যে এসে তৃণমূলকে উৎখাতের ডাক দেন অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, "এক একটা করে আসন জিতবেন, ১৭০টা আসন পর্যন্ত পৌঁছবেন, তখন পরিবর্তন হবে। এই বছর মমতাজি সারা বাংলায় হারবেন, আর ভবানীপুরেও হারবেন।"

অন্যদিকে, সুর চড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ও মোটা ভাই, যতই সন্ত্রাস করো ভাই, যতই কুৎসা করো ভাই, সবার বাড়িতে ভোটের আগে যতই ED করো ভাই, অনৈতিক। আমার সঙ্গে যারা কাজ করতো, বর্ডার আটকাতো, তাদের সময় এসব করতে দিতাম না। তাই তোমরা বদলা নিতে গিয়ে... বিজেপি জিতবে না সামনাসামনি।"

কেন্দ্রীয় এজেন্সি নিয়েও আক্রমণ শানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "আরে, খবর আমাদের কাছেও আছে। কোথায় কোথায় টাকা ব্রিফকেসে করে, কোন কেন্দ্রীয় এজেন্সি নিয়ে যাচ্ছে, আর কার ঘরে ঢুকছে, সব রেখে দিয়েছি যত্ন করে। সময় মতো দিয়ে দেব।" বিজেপি নেতা সুভাষ সরকার বলেন, "বিজেপি কখনো কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও সংস্থাকে অপব্যবহার করে না। যত অপব্যবহার করতো তাহলে তো গোটা মন্ত্রিসভাটাই জেলের মধ্যে ঢুকে থাকত।"

কোন কৌশলে শত্রুর ডেরায় টিকে রয়েছেন মার্কিন পাইলট?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হামলায় একটি এফ-১৫ই যুদ্ধবিমান ও একটি এ-১০ যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ার ঘটনায় এখনও নিখোঁজ এক পাইলট। তিনি এখনও ইরানেই রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। যে কোনও যুদ্ধেই কোনও যোদ্ধার জন্য এটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এমন অবস্থায় কীভাবে টিকে থাকেন একজন মার্কিন পাইলট? মার্কিন বায়ুসেনা অবশ্য এর জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আগেই করে রাখে।কী কী থাকে সেখানে? এর মধ্যে থাকে স্মোক বম্ব, স্ট্রোব লাইট ও গ্লো স্টিকের মতো টুল, যা নিজের উপস্থিতি উদ্ধারকারী হেলিকপ্টারকে ইশারা করতে কাজে লাগে। থাকে ওষুধ, খাবার দাবার, জল। মোটামুটি দিন সাতেক টিকে থাকার মতো জল ও খাবার থাকে বলে জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি থার্মাল ব্ল্যাঙ্কেটের মতো এক জরুরি কম্বলও থাকে সেখানে। যার সাহায্যে বৃষ্টি, গরমের মতো প্রতিকূলতার মোকাবিলা করা সম্ভব। থাকে আত্মরক্ষার সরঞ্জামও। অর্থাৎ রাইফেল। কেবল সেটা অ্যাসেম্বল করে নেওয়া অর্থাৎ যন্ত্রাংশ জুড়ে আগ্নেয়াস্ত্র হিসেবে গড়ে তোলা। তাহলেই শত্রুদের হামলারও জবাব দেওয়া সম্ভব। কিটের ভিতরে থাকে 'সি ডাই' অর্থাৎ একধরনের রাসায়নিক যা গায়ে মেখে নিয়ে সমুদ্রে ভাসলেও আকাশ থেকে হেলিকপ্টার চিহ্নিত করতে পারবে তাঁকে। কেননা সেই রাসায়নিক থেকে আলো ঠিকরে বেরোয়! পাশাপাশি দেশলাই, আলো, রান্নার সরঞ্জামও থাকে কিটে। সব মিলিয়ে ওই কিট সঙ্গে থাকলে শত্রুর ডেরাতেও নিজের মতো করে টিকে থাকা সম্ভব। যা এই মুহূর্তে ইরানে লুকিয়ে থাকা মার্কিন পাইলটকেও সাহায্য করছে বলেই মনে করা হচ্ছে।সেইমতো প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য, বিপজ্জনক অবস্থাতেও যাতে নিজেকে 'একলা' না মনে হয় পাইলটের। এবং টিকে থাকার যাবতীয় সরঞ্জামও তাঁর সঙ্গেই থাকে।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে মার্কিন পাইলটের মন্ত্র SERE। অর্থাৎ সারভাইভাল, ইভেশন, রেজিস্ট্যান্স ও এস্কেপ। বাংলায় যা দাঁড়ায় বেঁচে থাকা, পলায়ন, উদ্ধার এবং এড়িয়ে চলা। অর্থাৎ শত্রু এলাকায় বিপন্ন অবস্থাতেও নিজেকে সুরক্ষিত রেখে ফের নিরাপদ অঞ্চলে ফিরে যাওয়াই লক্ষ্য থাকে। আর সেজন্য বিমান থেকে প্যারাশ্যুটে লাফিয়ে পড়ার সময়ই তাঁর সঙ্গে থাকে এক সারভাইভ্যাল কিট! এটাই হয়ে ওঠে লাইফলাইন!

ভারতের দিক থেকে কেন মুখ ঘুরিয়ে নেয় ইরানের জাহাজ, অবশেষে রহস্যভেদ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আর্থিক সংক্রান্ত সমস্যা। তারপরই ভারতের দিকে আসা ইরানের তেলবাহী জাহাজ মাঝপথে চিনের দিকে অগ্রসর হয়। সকাল থেকে এমনই খবর উঠে আসছিল। এবার সেই খবর সম্পূর্ণ ভুল বলে দাবি করল নয়া দিল্লি। কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, আর্থিক সমস্যা নয়, কোনও বিশেষ একটি কারণেই চিনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে ইরানের জাহাজ।কেন্দ্রীয় সরকার আশ্বস্ত করেছে, আগামী কয়েক মাসের জন্য ভারতের অপরিশোধিত তেলের চাহিদা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা থাকা সত্ত্বেও বিকল্প উৎস থেকে সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। ইরান থেকেও তেল আমদানিতে আর্থিক কোনও সমস্যা নেই। ভারতের জ্বালানি সরবরাহে আপাতত কোনও বড়সড় ঝুঁকি নেই বলে জানিয়েছে সরকার।পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতি গ্যাস মন্ত্রক জানিয়েছে, এই ধরনের দাবি 'তথ্যগতভাবে ভুল'। বাস্তবের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। তাঁদের বক্তব্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মাঝপথে জাহাজের গন্তব্য পরিবর্তন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বাণিজ্যিক এবং অন্য কারণে মাঝসমুদ্রে থাকা যে কোনও পণ্যের গন্তব্য বদল হতে পারে।

কী ঘটেছিল?

জানা গিয়েছে, 'পিং শান' নামে একটি তেলবাহী জাহাজ প্রথমে গুজরাটের ভাদিনারের উদ্দেশে রওনা দেয়। পরে তার গন্তব্যে অভিমুখ বদলে যায় চিনের ডংইং-এর দিকে। ২০১৯ সালের পর ইরান থেকে প্রথম ভারতে তেল আমদানি হচ্ছিল। আর প্রথমে বিপত্তি দেখা গেল।

এক্স হ্যান্ডেলে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক জানিয়েছে, আর্থিক সমস্যার কারণে জাহাজের অভিমুখ ঘোরানোর দাবি ভুল। ভারত ৪০টিরও বেশি দেশ থেকে তেল আমদানি করে। তেল সংস্থাগুলির নিজস্ব বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। মন্ত্রকের মতে,'বিল অফ লেডিং'-এ অনেক সময় সম্ভব্য গন্তব্যের উল্লেখ থাকে। মাঝপথে বাণিজ্যিক কারণে জাহাজের গন্তব্য বদলানো স্বাভাবিক।

মমতার নির্দেশে তদন্তে পুলিশ, আটক তিন জন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মালদহের মালতীপুরে শনিবার দুপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টারের সামনে রহস্যময় একটি ড্রোনকে উড়তে দেখা গেল।গত ১ এপ্রিল আবার দুর্যোগের মুখে পড়ে মমতার কপ্টার। মুর্শিদাবাদের বড়ঞায় সভা করার পর কপ্টারে ওই জেলারই নবগ্রামে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু প্রবল ঝড়বৃষ্টির কারণে কপ্টার নবগ্রামের সভাস্থলে অবতরণ করতে পারেনি। কপ্টারের পাইলট ঝুঁকি না-নিয়ে কপ্টারটিকে বড়ঞাতেই ফিরিয়ে আনেন। বড়ঞা থেকে সড়কপথে নবগ্রামে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে পৌঁছে সভাও করেন। এ বার মালদহের মালতীপুরে মমতার কপ্টারের সামনে উড়তে দেখা যায় একটি ড্রোন।কপ্টারে ওঠার মুখে তা দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন মমতা। মাইক হাতে নিয়ে তিনি বলেন, "পুলিশের এটা নজরে রাখা দরকার। যারা করেছে, তাদের চিহ্নিত করা দরকার।" মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরে তদন্তে নেমে পুলিশ তিন জনকে আটক করেছে।

শনিবার মালদহে তিনটি জনসভা রয়েছে মমতার। মানিকচকে প্রথম সভার পরে তিনি মালতীপুরে দ্বিতীয় সভা করেন। সেখানে সভা সেরে পরের গন্তব্য গাজোলের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনই হেলিপ্যাডে যেখানে মমতার কপ্টার দাঁড়িয়ে ছিল, তার সামনে একটি ড্রোন উড়তে দেখা যায়। তা দেখেই মমতা পুলিশকে বিষয়টিতে নজর রাখার কথা বলেন। তৃণমূলের এক নেতা জানান, বিপজ্জনক ঘটনা হয়েছে। যাঁরা উড়িয়েছেন, তাঁরা হয়তো প্রোটোকল জানেন না। পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে। তাঁদের তরফেও বিষয়টি দেখা হবে।

গত ২৬ মার্চ ঝড়বৃষ্টির কারণে সঠিক সময়ে কলকাতা বিমানবন্দরে নামতে পারেনি মমতার বিমান। প্রায় ৭০ মিনিট ধরে কলকাতার আকাশে চক্কর কাটে সেই বিমান। দমদম বিমানবন্দরের পরে বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে পর পর তিন বার অবতরণের চেষ্টা করেও পারেনি।পরে তা দমদম বিমানবন্দরে অবতরণ করে। দুবরাজপুরে প্রচার সভা সেরে অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে কলকাতা ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ফেরার পথে সেই ঘটনা হয়েছিল। মমতা ওই ঘটনার পরে দুই পাইলটের প্রশংসা করেন। তিনি জানান, তাঁরা বিমানে সওয়ার সকলের প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

সিনেমার খবর

আসল পরিশ্রমটা আড়ালেই হয়: ইমরান হাশমি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের 'কিসারবয়' খ্যাত অভিনেতা ইমরান হাশমির ক্যারিয়ার এখন তুঙ্গে। একসময় যাকে কেবল 'সিরিয়াল কিসার', 'অটোরিকশাচালকদের রাজা' কিংবা 'বি-গ্রেড' সিনেমার নায়ক হিসেবে তকমা দেওয়া হতো, সেই অভিনেতাই এখন পর্দায় দক্ষ অভিনেতা হিসেবে নিজের জাত চেনাচ্ছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে তার কাজের ধরন ও চরিত্রের বৈচিত্র্য জানান দিচ্ছে এটি তার ক্যারিয়ারের এক শক্তিশালী 'দ্বিতীয় ইনিংস'। বিশেষ করে 'চেহরে' সিনেমায় বর্ষীয়ান অভিনেতা শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে এবং পরে খিলাড়িখ্যাত অভিনেতা অক্ষয় কুমারের সঙ্গে কাজ তার অভিনয় জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

গতানুগতিক ইমেজের বাইরে গিয়ে ইমরান হাশমি এখন নিজেকে একজন দক্ষ অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে মরিয়া। ক্যারিয়ারের শুরুতে ইমরান মানেই ছিল মাথায় 'মালেট কাট', চোখেমুখে রাগী ভাব আর পর্দায় নায়িকাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ চুম্বন। 'মার্ডার', 'মার্ডার ২', 'জান্নাত' কিংবা 'আশিক বানায়া আপনে'র মতো একের পর এক হিট সিনেমা উপহার দিলেও অভিনয় দক্ষতার চেয়ে তার 'ইমেজ' নিয়েই আলোচনা-সমালোচনা হতো বেশি। মাঝে ছেলের অসুস্থতার কারণে রুপালি পর্দা থেকে দীর্ঘ বিরতি নিয়েছিলেন এ সিরিয়াল কিসারখ্যাত অভিনেতা। তবে ফিরে এসে বদলে দিয়েছেন সব সমীকরণ।

সম্প্রতি এক পোডকাস্টের সাক্ষাৎকারে ইমরান হাশমি তার এই বদলে যাওয়া নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, করোনা পরবর্তী সময়টা তার ক্যারিয়ারে বড় ভূমিকা পালন করেছে। এই সময়ে তিনি পর্দার আড়ালে নিজেকে নতুন করে গড়েছেন। চিত্রনাট্য পড়া থেকে শুরু করে নিয়মিত শরীরচর্চা সবই করেছেন নীরবে।

অভিনেতা বলেন, এই ইন্ডাস্ট্রিতে সাফল্য আর ব্যর্থতা দুটোই মানুষকে পাগল করে দিতে পারে। তাই মাথা ঠান্ডা রাখা, মুহূর্তটা উপভোগ করা এবং সামনে এগিয়ে যাওয়াই সবচেয়ে জরুরি। জীবনে সব সময়ে সাফল্য থাকবে এমনটি আশা করা ঠিক নয়। তিনি বলেন, উত্থান-পতন থাকবেই, আর খারাপ সময়ে ভেঙে পড়লে সেটাই নিজের ক্যারিয়ার নষ্ট করার পথ তৈরি করে।

তিনি বলেন, আসল পরিশ্রমটা আড়ালেই হয় এবং দিনশেষে কাজই কথা বলে। তিনি নিজের অভিনয় ক্ষমতা নিয়ে কখনো সন্দিহান ছিলেন না। তবে সফল হতে অনেক কিছুর সমন্বয় প্রয়োজন হয়। সেই সমন্বয়ই যেন এখন ঘটছে তার জীবনে বলে জানান ইমরান হাশমি।

সোমবার পূজা কেন করেন সুরকার সেলিম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের খ্যাতনামী সুরকার সেলিম মার্চেন্ট। 'সুকরআল্লা' থেকে 'মওলা মেরে', 'সাইয়াঁ'-এর মতো হিট গানের সুরকার। সম্প্রতি সেলিম জানান, তিনি শুক্রবার জুমার শুভেচ্ছা জানান। এমনকি, জুমা পালন করেন। সোমবার করে শিবের উপাসনা করেন। তার এই বক্তব্যের পরেই শুরু হয়ে যায় বিতর্ক। কী কারণে তিনি দুই ধর্মেরই উপাসনা করেন, জানালেন সেলিম। খবর আনন্দবাজার অনলাইনের।

সেলিমের গানে যেমন বার বার উঠে এসেছে আল্লাহ্‌র কথা, তেমনই শোনা যায়, তিনি শিবরাত্রির সময় প্রতি বছর একটা করে গান বার করেন। সেলিম জন্মসূত্রে মুসলিম। তবে গত বছর পহেলগাঁও কাণ্ডের পর গোটা ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'মুসলমান হয়ে লজ্জিত!' মুসলিম বলে কখনো কখনো তিনি কাজ কম পেয়েছেন বলে সম্প্রতি এআর রহমান যে মন্তব্য করেছিলেন, তারও তীব্র বিরোধিতা করেন সেলিম।

সুরকার জানান, তিনি দুই ধর্মের প্রতিই সমান শ্রদ্ধাশীল। তার কথায়, আমি শুক্রবারে জুমার পরে সোমবার শিবের পূজা করি। অনেকেই এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু আমি দুই ধর্মের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল। আসলে ঈশ্বর ও সঙ্গীতের সঙ্গে আমার যোগসূত্র এতটাই গভীর যে, এটা ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না।

রাশমিকার যে কথায় কাঁদলেন শাশুড়ি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তেলঙ্গানার এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সম্প্রতি রাশমিকা মান্দানা 'দ্য গার্লফ্রেন্ড' ছবির জন্য পুরস্কৃত হন। পুরস্কার তুলে দেন অভিনেতা রাম চরণ এবং তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি।

পুরস্কার গ্রহণের সময় রাশমিকার বক্তব্যে চোখে জল চলে আসে তার শাশুড়ি মাধবী দেবরকোন্ডার। রাশমিকা বলেন, 'ওরা আমাকে নিয়ে কত মশকরা করল। আর এবার রাজ্যের তরফ থেকে আমি সম্মানিত হচ্ছি। অনেকটা পথ পার করেছি।'

তার এই বক্তব্য শুনে শাশুড়ির চোখে অশ্রু এসে যায়। তিনি নিজের চোখ মুছে নেন।

রাশমিকা উল্লেখ করেন, 'আগেও আমি কন্যার মতো আসতাম কিন্তু আজ আমি একজন পুত্রবধূ হিসেবে এখানে দাঁড়িয়েছি। এ জন্য গর্ববোধ করছি।'

অনুষ্ঠানে বিজয় উপস্থিত না থাকলেও শাশুড়ির সঙ্গে বসে হাসিমুখে আলাপও করেছেন রাশমিকা।

রাশমিকা ও বিজয় দেবরকোন্ডা গত ২৬ ফেব্রুয়ারি উদয়পুরে রাজকীয়ভাবে বিয়ে করেছেন। এরপর হায়দরাবাদে হয়েছে তাদের প্রীতিভোজ। অনুষ্ঠান থেকে স্পষ্ট হলো, শাশুড়ি-মামুলি সম্পর্কের মধ্যেও রাশমিকা এবং মাধবী দেবরকোন্ডার মধ্যে রয়েছে আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা।

ম্যাককালামের ওপরই আস্থা ইংল্যান্ডের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইংল্যান্ড ক্রিকেটে সাম্প্রতিক হতাশাজনক পারফরম্যান্স ও ড্রেসিং রুমের পরিবেশ নিয়ে সমালোচনা থাকলেও প্রধান কোচ হিসেবে ব্রেন্ডন ম্যাককালামের ওপরই আস্থা রাখছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। বোর্ড নিশ্চিত করেছে, তিন সংস্করণেই দায়িত্ব পালন করবেন তিনি এবং তার মেয়াদ চলবে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত।

একই সঙ্গে টেস্ট দলের অধিনায়ক হিসেবে বহাল থাকছেন বেন স্টোকস। তার ডেপুটি হিসেবে দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন হ্যারি ব্রুক। আর ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে থাকছেন রব কি।

গত অ্যাশেজ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৪-১ ব্যবধানে হারের পর ম্যাককালামকে সরানোর আলোচনা শুরু হয়েছিল। এরপর মাঠের বাইরে বিভিন্ন বিতর্ক এবং টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় ইংল্যান্ড ক্রিকেটে চাপ আরও বাড়ায়। এরই প্রেক্ষাপটে জানুয়ারিতে ইসিবি একটি পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার ঘোষণা দেয়।

সব দিক বিবেচনার পর সোমবার বোর্ড জানায়, বর্তমান নেতৃত্বেই আস্থা রাখা হচ্ছে। যদিও ব্রিটিশ গণমাধ্যমে ম্যাককালাম ও স্টোকসের সম্পর্কের অবনতি নিয়ে গুঞ্জন ছড়িয়েছিল, প্রকাশ্যে তারা একে অপরকে সমর্থন দিয়েছেন।

স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রব কি বলেন, 'ইংল্যান্ড ক্রিকেটকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সেরা মানুষ কে, এই প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে পরিষ্কার। ব্রেন্ডন ম্যাককালামই সেই ব্যক্তি। তিনি খেলোয়াড়দের সেরাটা বের করে আনতে পারেন।'

তিনি আরও যোগ করেন, সাম্প্রতিক সময়টা কঠিন গেলেও সেটি নেতৃত্বের অযোগ্যতার প্রমাণ নয়।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলতে চায় না আয়ারল্যান্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আফগানিস্তানের বিপক্ষে আসন্ন সিরিজ নিয়ে অনিশ্চয়তায় রয়েছে আয়ারল্যান্ড। দেশটির একাধিক ক্রিকেটার সামাজিক ও নৈতিক কারণে আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

আগামী আগস্টে দুই দলের মধ্যে সিরিজ আয়োজনের কথা থাকলেও, বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। আয়ারল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, এ সিদ্ধান্ত পুরোপুরি ক্রিকেটারদের মতামতের ওপর নির্ভর করবে।

মূলত আফগানিস্তানে নারী ক্রিকেট নিষিদ্ধ থাকায় এর প্রতিবাদে এই অবস্থান নিয়েছেন আইরিশ ক্রিকেটাররা। দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা বিষয়টি নিয়ে আইসিসির কাছে অভিযোগ জানিয়ে আসছে। এমনকি ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকেও আফগানিস্তানের বিপক্ষে না খেলার আহ্বান জানানো হয়েছিল।

তালিবান শাসনামলে আফগানিস্তানে নারীদের খেলাধুলা কার্যত বন্ধ রয়েছে। ফলে দেশটির নারী ক্রিকেটারদের অনেকেই বিদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

আয়ারল্যান্ড দলের হাই পারফরম্যান্স ডিরেক্টর গ্রেম ওয়েস্ট জানিয়েছেন, কোনো ক্রিকেটার চাইলে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে এই সিরিজ থেকে সরে দাঁড়াতে পারবেন। তিনি বলেন, 'পুরুষ ও নারী উভয় ক্রিকেটারের সঙ্গেই কথা হয়েছে। কেউ যদি আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলতে না চায়, তাহলে তাকে জোর করা হবে না।'

এদিকে আয়ারল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী সারা কিন বিষয়টি নিয়ে অস্বস্তির কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'আমরা সিরিজে রাজি হলেও একটি অস্বস্তি কাজ করছে। যে দেশে নারীদের খেলোয়াড় হওয়ার অধিকার নেই, সেই দেশের বিপক্ষে অনেকেই খেলতে চায় না। আমাদের বোর্ডের ৪০ শতাংশ সদস্যই নারী তাই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হচ্ছে।

জাতীয় দল থেকে সরে গেলেন লুকাকু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্বকাপের আগে সময় খুব বেশি বাকি নেই। এদিকে মৌসুম জুড়ে চোট ভীষণ ভোগাচ্ছে। তাই ফিটনেস নিয়ে কাজ করার উদ্দেশে জাতীয় দলের যুক্তরাষ্ট্র সফর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন রোমেলু লুকাকু।

আগামী জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় যৌথ আয়োজনে বসবে এবারের ফুটবল বিশ্বকাপ। বৈশ্বিক আসরটির জন্য শেষ ধাপের প্রস্তুতিপর্বে যুক্তরাষ্ট্রে দুই স্বাগতিকের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বেলজিয়াম। আগামী শনিবার আটলান্টায় যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে খেলার পর, মঙ্গলবার শিকাগোয় মেক্সিকোর মুখোমুখি হবে বেলজিয়াম। এই দুই ম্যাচের জন্য ঘোষিত দলে প্রত্যাশিতভাবেই ছিলেন লুকাকু; কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছেন দেশটির ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা।

চলতি মৌসুমের শুরু থেকে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে দীর্ঘদিন বাইরে ছিলেন লুকাকু। চোট কাটিয়ে ফিরলেও পরে ভুগেছেন ফিটনেস সমস্যায়। চরম ভোগান্তির মৌসুমে নাপোলির হয়ে মাত্র সাতটি ম্যাচ খেলতে পেরেছেন, সময়ের হিসেবে মাত্র ৬৪ মিনিট। দেশের হয়ে সবশেষ গত বছরের জুনে খেলেন ৩২ বছর বয়সী লুকাকু, বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ওয়েলসের বিপক্ষে ৪-৩ গোলে জয়ের ম্যাচে। ওই মাচে একটি গোলও করেন তিনি। বেলজিয়ামের পরের ছয়টি ম্যাচে ওই হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণেই খেলতে পারেননি আন্তর্জাতিক ফুটবলে ১২৪ ম্যাচে রেকর্ড ৮৯টি গোল করা তারকা।

আক্রমণভাগে আরও দুজনকে হারিয়েছে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ৯ নম্বর দলটি। নিতম্বে অস্ত্রোপচারের পর আর্সেনালের অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড লেয়ান্দ্রো ট্রসাড সেরে উঠলেও, তাকে বিশ্রামে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। আর একইরকম অস্ত্রোপচারের পর এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেননি ক্লাব ব্রুজের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হান্স ভানাকেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR